রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ-৪

ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে

আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডণ



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডণ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., (ফার্স্ট ক্লাস),
মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,
মোবাইল:- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

: প্রকাশনায় :
আল হেরা প্রকাশনী
শালজোড়, বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ৩০ জুলাই ২০১৪

: মুদ্রনে :
নুমান প্রিন্টার্স
শালজোড়, বীরভূম
কম্পোজিটার
সাঈদ আনোয়ার হোসাইন
মোবাইল- +৯১ ৮১৪৫৫৩১৯৬০, +৯১ ৮৬৪২০৭৫৮৭১

মূল্য : ১০ /- (পনেরো টাকা মাত্র)

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

বর্তমান যুগে গায়ের মুকাল্লিদ ও আহনাফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত দেওবন্দ এর মধ্যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ এমন একটি মারাত্মক মতভেদী মাসআলা যার উপর ভিত্তি করে গায়ের মুকাল্লিদরা উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের ও মুশরিক বলে থাকে । যেমন পাকিস্তানের একজন কুখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী তালিবুর রহমান যায়দী "দেওবান্দীয়াত তারিখ ও আকায়েদ" নামক কিতাবে আহনাফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত দেওবন্দকে এবং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ:) সহ তাঁর প্রতিটি উস্তাদ এবং শিক্ষককে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ মানার জন্য কট্টর মুশরিক বলে গালিগালাজ করেছে । উক্ত কিতাবটিকে "শেরেক পরিপূর্ণ দেওবন্দীয়াত" নাম দিয়ে বঙ্গানুবাদ করেছে জয়নাল আবেদীন সরকার মোহাম্মদী নামে একজন মুরতাদ গায়ের মুকাল্লিদ । বর্তমানে সে দেওবন্দীদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ কোনো শিরকিয়া আকিদা নয় যার উপর ভিত্তি করে উলামায়ে দেওবন্দকে মুশরিক ও কাফের বলা যেতে পারে । আর যারা ওয়াহ্দাতুল ওজুদের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে দেওবন্দকে মুশরিক ও কাফের বলে সেটা তাদের ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সঠিক সংজ্ঞা না জানার পরিনাম । ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সঠিক সংজ্ঞা জানলে এর উপর ভিত্তি করে কোনোক্রমেই উলামায়ে দেওবন্দকে মুশরিক ও কাফের বলা সম্ভব নয় ।

ওয়াহ্দাতুল ওজুদ হল দুই প্রকার । একটি হল ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা অপরটি হল ওয়াহ্দাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা । ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা পোষন করা শিরক ও কুফরী নয় কিন্তু ওয়াহ্দাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা পোষন করা সম্পূর্ণ কুফরী যার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । এই হুলুল আকিদা বহুঈশ্বরবাদী হিন্দুরা পোষন করে । ওয়াহ্দাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা হল বান্দা ও আল্লহর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন । যেমন হিন্দুদের “ঔঁ জয়িষ্ণু হিন্দু” কিতাবে স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন, “ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত ভগবান তাঁর সৃষ্টি জগৎ থেকে পৃথক । কিন্তু বীর্য্যবান হিন্দুসাধক তপস্যার বলে বিশ্ব-বৈচিত্রের অন্তরালে অবস্থিত ঐক্যকে আবিষ্কার পূর্বক সিদ্ধান্ত দিলেন--বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগৎ এক অভিন্ন; যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ত্যভি সংবিশন্তি তদব্রম্ভ । ভগবান হইতে ইহার উৎপত্তি, ভগবানই স্থিতি, ভগবানের মধ্যে ইহা বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে । হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য কোন ধর্মে এই সাধনার বীর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের উচ্চতা, এরূপ

উচ্চতম উপলব্ধির কল্পনাও দেখা যায় না, সাধনা তো দুরের কথা ।" (ঔঁ জয়িষ্ণু হিন্দু, পৃষ্ঠা- ১৮)

বলাবাহুল্য হিন্দু ধর্মে বিশ্ব ও বিশ্বনাথ এক ও অভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন । এককথায় হিন্দুধর্মের মতে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । তাদের মতে গাছপালা, নদী নালা প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি ও মহান সৃষ্টিকর্তা একই জিনিস । এটা হল ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা । এটা সম্পূর্ণ শিরক ও কুফরী আকিদা । এরকম আকিদা পোষনকারীরা মুসলমান নয় । তারা মুশরিক এবং কাফের । কেননা ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন নয় । সৃষ্টি আলাদা ও সৃষ্টিকর্তা আলাদা । সৃষ্টি আলাদা ও সৃষ্টিকর্তা আলাদা । মহান আল্লাহ সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ অনন্ত এবং অসীম আর সৃষ্টি তা নয় । আল্লাহর আকার ও আয়তন বলে কিছু নেই । মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু সৃষ্টি সর্বত্র বিরাজমান নয় । সুতরাং এককথায় ইসলামে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কোনোদিনই এক নয় । এটা হল ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা । আর ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা গায়ের মুকাল্লিদরা দেওবন্দীদের উপর ফিট করে কাফের ও মুশরিক বলে ফতোয়া দেয় । এটা হল তাদের জালিয়াতির একটি নিকৃষ্ট নমুনা । কারণ দেওবন্দীরা ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা মানে না । তারা ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা মানে । আর ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা যে কি তা পরে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ ।

মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ কেবলমাত্র দেওবন্দীরাই মানে না বরং গায়ের মুকাল্লিদদের বড় বড় আকাবির উলামায়ে কেরামরাও মান্য করতেন । যেমন নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, ইমাম শাওকানী প্রভৃতিরাও মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁরা মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের উপর যেসব অভিযোগ আপত্তি করা হয় তার দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়েছেন, মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের স্বপক্ষে দুই মাস ধরে মুনাযারাও করেছেন এবং মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) কে শায়েখে আকবর, আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন, এবং খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া উপাধীতে ভূষিত করেছেন । আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ:) মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের উপর ও শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) এর উপর অভিযোগ করেছেন তার জবাবও গায়ের মুকাল্লিদরা দিয়েছেন ।

এখন বর্তমানে তালিবুর রহমান, তাওসীফুর রহমান, মিরাজ রাব্বানী, মতিউর রহমান মাদানী প্রভৃতিরা যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ মন্য করার জন্য দেওবন্দীদেরকে মুশরিক ও কাফের বলেন তাদের উচিৎ নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, ইমাম শাওকানী প্রভৃতিদেরকেও কাফের ও মুশরিক ফতোয়া দেওয়া । কারণ তাঁরাও ওয়াহদাতুল ওজুদ মানতেন এবং সারাজীবন ওয়াহদাতুল ওজুদের উপর অভিযোগের খন্ডণ করেছেন । আমি গায়ের মুকাল্লিদদেরকে আহ্বান করে বলব, তাদের হিম্মৎ আছে নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান

হায়দ্রাবাদী, ইমাম শাওকানী প্রভৃতিদেরকেও কাফের ও মুশরিক ফতোয়া দেওয়ার ? গায়ের মুকাল্লিদরা তা করবে না কারন, তাঁরা সকলেই তাঁদের আকিদার লোক ছিলেন । কোনো আকিদা দেওবন্দী আলেম রাখলে সেটা শিরক ও কুফরী হয়ে যায় আর ওই একই আকিদা গায়ের মুকাল্লিদ আলেমরা রাখলে তাঁরা সেটাকে মায়ের দুধ মনে করে হজম করে যান । সেখানে কোনো ফতোয়াবাজী থাকে না । এই হল গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের অবস্থা । সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করে সঠিক কথায় বলেছিলেন,

"সত্য সেলুকস ! বিচিত্র এই দেশ ।"

বর্তমানে আহলে হাদীসরা এই মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে দেওবন্দকে মুশরিক ও কাফের বলে সেজন্য মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রতি অভযোগের নিরসন করার জন্য আমার এই পুস্তক প্রনয়ণ ।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোনো ভূল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন তাহলে পরবর্তী সংষ্করনে সংশোধণ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

পরিশেষে পাঠকদের জানায়, আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রন্থকার)

মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ কি ?

প্রথমেই জেনে রাখা উচিৎ মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ কি যার উপর ভিত্তি করে আহলে হাদীস নামধারী গায়ের মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবীরা উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের ও মুশরিক বলে থাকে। আর মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরোধিতা করা প্রকৃতপক্ষে তার সঠিক সংজ্ঞা না জানারই ফল ।

মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ এর সংজ্ঞা বলার আগে জেনে রাখা উচিৎ যে ওয়াহদাতুল ওজুদ কোনো আকিদা নয় এটা হল একধরনের মাসআলা । সেজন্য এই ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যপারে আমাদের কোনো আকিদার গ্রন্থে আলোচনা করা হয়নি । এর সম্পর্কে আমাদের মাসআলার গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে । সেজন্য এটাকে আকিদা ওয়াহদাতুল ওজুদ না বলে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ বলাই সঠিক ।

মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক সংজ্ঞা হযরত আল্লামা মুফতী জস্টিস ত্বকী উসমানী (মুদ্দাযিল্লুহু) তাঁর “ফাতাওয়া উসমানী” গ্রন্থে দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন,

وحدت الوجود کا مطلب

سوال: — وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ عقیدہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: — وحدۃ الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذاتِ باری تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس لئے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہوجائے گا، دُوسرے اس لئے کہ ہر شئ اپنے وجود میں ذاتِ باری تعالیٰ کی محتاج ہے، لہٰذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں، انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے، لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں، اس لئے وہ کالعدم ہے۔

اس کی نظیر یوں سمجھئے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، وہ اگرچہ موجود ہیں، لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہوجاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔

اسی طرح جس شخص کو اللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے ہیچ، ماند، بلکہ کالعدم نظر آتے ہیں، بقول حضرت مجذوبؒ:

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے
تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

"وحدت الوجود" کا یہ مطلب صاف، واضح اور دُرست ہے، اس سے آگے اس کی جو فلسفیانہ تعبیرات کی گئی ہیں، وہ بڑی خطرناک ہیں، اور اگر اس میں غلو ہوجائے تو اس عقیدے کی سرحدیں کفر تک سے جاملتی ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کو بس سیدھا سادا یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی ہر وجود نامکمل اور فانی ہے۔(۱)

واللہ سبحانہ اعلم

۲۰/ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۷ھ (۲)

অর্থাৎ “ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক অর্থ হল যে এই ব্রম্ভান্ডে আসল এবং পরিপূর্ণ অস্তিত্ব কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই । তিনি ছাড়া সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ধ্বংসশীল এবং অসম্পুর্ণ । তার কারন এটাই যে সেসবগুলি একদিন বিলুপ্ত অর্থাৎ ফানা হয়ে যাবে ।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক জিনিসই মহান আল্লাহ তাআলার মোহতাজ অর্থাৎ মুখাপেক্ষী । সুতরাং যত জিনিসপত্র আমরা দেখতে পায় যদিও তাদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু মহান আল্লাহর অস্তিত্বের মুকাবিলায় তাদের অস্তিত্বের কোনো মুল্যই নেই । কেননা তারা ধ্বংসশীল । এর একটি উদাহারন হল, যেরকম দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকার জন্য অন্যান্য নক্ষত্র দেখা যায়না । যদিও তারা আকাশে আছে কিন্তু সূর্যের উপস্থিতি এমনভাবে প্রভাবিত করে যে সেই নক্ষত্রগুলি দেখা যায়না । ঠিক সেইরকম যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা আসল পরিচিতি দান করে-ছন তিনি যখন এই ব্রম্ভান্ডে আল্লাহ তাআলার অস্তিতের সন্যিদ্ধ লাভ করে যখন তাঁর নিকট সমস্ত অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে যায় যা হযরত মজজুব রহমাতুল্লাহ আলাই-হ (শায়খ ইবনে আরাবী) বলেছেন।

যব মেহের নুমাইয়া হো অসর ছুপ গয়ে সিতারে
তো মুঝকো ভরী বজম মে তনহা নজর আয়া ।

এটাই হল ওয়াহদাতুল ওজুদের পরিস্কার এবং সঠিক অর্থ । এরপর এর যা দার্শনিক অর্থ করা হয়েছে বড়ই ভয়ানক । আর এর মধ্যে সংমিশ্রন হয়ে যায় তাহলে এই আকিদার সীমা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেজন্য একজন মুসলমানের এইরকম সাফ আকিদা রাখা উচিৎ যে ব্রম্ভান্ডে আসল এবং পরিপূর্ন অস্তিত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারই । বাকি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব অসম্পুর্ণ এবং ধ্বংসশীল।”

(ফাতাওয়া উসমানী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৬)

এই হল মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের সংজ্ঞা । এর মধ্যে কোনো শিরক বা কুফর নেই যার উপর ভিত্তি করে উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বা মুশরিক বলা যাবে । অপরদিকে আহলে হাদীসদের জুবাইর আলি জঈ কাজ্জাব গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

خلاصہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات اس وحدت الوجود کے قائل ہیں جس میں خالق
وق، عابد ومعبود، اور خدا (اللہ) اور بندے کے درمیان فرق مٹادیا جاتا ہے۔

“দেওবন্দীরা সেই ওহদাতুল ওজুদকে মানে যাতে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, আবিদ এবং মাবুদ, খুদা এবং বান্দার মধ্যে পর্থক্যকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।” (বিদআতী কে পিছে নামায কা হুকুম, পৃষ্ঠা- ১৬)

এটা সম্পূর্ন মিথ্যা এবং ধোকাবাজী কথা কারণ দেওবান্দীরা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, আবিদ এবং মাবুদ, খুদা এবং বান্দাকে এক বলে মনে করে না । এরকম ধরনের কথা আমাদের কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ করা নেই । এটা হল ওহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা যা সম্পূর্ন কুফরী। আর এরকম আকিদা পোষনকারীরাও কাফের । কিন্তু ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা মান্যকারীরা মুশরিক ও কাফের নয় । কেননা এতে এই বিশ্ব ব্রম্ভান্ডে একমাত্র মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে একমাত্র পরিপূর্ণ অস্তিত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ মুকাবিলায় সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে হীন ও নগন্য বলে

ঘোষনা করা হয়েছে । যেমন হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহ:) লিখেছেন,

یونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے
یسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی
وگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ اس کی
یثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

"কারণ আল্লাহ সর্ববৃহৎ ও সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টিসম্পর্কে দাসবৎ । যেমন একজন চামারের মাথায় বাদশাহী টুপি পরিয়ে দেওয়া হল, এর থেকে বড় অবিবেচনা ও অপরাধ আর কি হতে পারে ? দৃঢ়তার সঙ্গে মান্য কর ব্যাক্তি যত বড়ই হোক অথবা

ফিরিস্তা হোক না কেন তাঁর মর্যাদা মহান আল্লাহর মর্যাদার সম্মুখে চামার অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম ।" (তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-৩৪)

এখনে শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহ:) মাসাআলা ওয়াহদাতুল ওজুদকে মান্য করে সমস্ত সৃষ্টিকে মহান আল্লাহর মর্যাদার সম্মুখে চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেছেন । অপরদিকে আল্লামা যুরকানী (রহ:) লিখেছেন,

ـو تـجريد القلب لله و احتقار ماسواه بالنسبة
عظمته سبحانه والا فاحتقار نحو نبي كفر

"তাসাউফ তো এরই নাম যে দিল (অন্তর) থেকে আল্লাহর মাহাত্মের কাছে সব কিছুকে তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ভাববে । (অবশ্যি এটা

তাঁর মাহাত্মের তুলনায় বটে) নতুবা নবী বা মুকার্রাব বান্দাকে নিকৃষ্ট ভাবা কুফর ।” (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, পৃষ্ঠা- ১০২)

হযরত সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ:) লিখেছেন,

“সারা সৃষ্টি জগৎ, ফেরেস্তা, জ্বিন, মানুষ, আরশ, কুর্শী, লওহ, কলম, জমীন, আকাশ ইত্যাদি মহামহিম আল্লাহর বুযর্গী ও মাহাত্মের তুলনায় সরসের দানার থেকেও তুচ্ছ, নগন্য ।” (রওযুর রায়াহীন কবীর)

হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহ:) লিখেছেন,

“কোনো ব্যক্তির ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ পরিণত হবে না যতক্ষন না সকল মানুষ তার দৃষ্টিতে (আল্লাহর মাহাত্মের মুকাবিলায়) উটের মল-পায়খানার ন্যায় তুচ্ছ, নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন না হয় ।” (ফাওয়ায়েদুল ফুআদ, পৃষ্ঠা-৬১)

অপরদিকে সহীহ বুখারী শরীফ ও অন্যান্য হাদীস শরীফের কিতাবে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যখন হযরত মুসা আলাইহিসসালাম হযরত খিজির আলাইহিসসালাম এর সঙ্গে নৌকায় চেপে সমুদ্রে সফর করছিলেন তখন একটি পাখি এল এবং সে একবার অথবা দুইবার সমুদ্রের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল তখন হযরত মুসা আলাইহিসসালামকে হযরত খিজির আলাইহিসসালাম বললেন, مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ بِمِنْقَارِهٖ مِنَ الْبَحْرِ অর্থাৎ আমার এবং আপনার

জ্ঞান আল্লাহর মুকাবিলায় ঠিক সেই রকম যেরকম এই পাখি সমুদ্র থেকে পানি তুলতে পেরেছে ।”

সুতরাং সমস্ত বুযর্গানে দ্বীনরা সমস্ত সৃষ্টিজগৎ মহান আল্লাহর অস্তিত্বের মুকাবিলায় সমস্ত সৃষ্টি যথা নবী, ওলী, জ্বিন, ফেরেস্তা হীন নগন্য ও তুচ্ছ, আল্লাহর অস্তিত্বের মুকাবিলায় তাদের মূল্য একেবারেই ক্ষুদ্র । কেননা মহান আল্লাহ ক্ষমতা এমনই যে তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষনিকের মধ্যে ‘কুন’ শব্দ দ্বারা কোটি কোটি নবী, ওলী, জ্বিন, ফিরিস্তা, জিব্রাইল, এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সমকক্ষ সৃষ্টি করতে পারেন । তাঁর ইচ্ছায় এক ফুৎকারে আরশ থেকে জমীন পর্যন্ত সবই ধ্বংস করে দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করে দিতেও পারেন । তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই সৃষ্টি হয়ে যায়, স্ত্রীজাতি ও অন্যান্য কোনো জিনিসেরই প্রয়োজন হয় না । যদি আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এবং জ্বিন, ফিরিস্তা ও পয়গম্বরের মতো হয়ে যায় তাহলেও তার কারণে তাঁর রাজত্বের মধ্যে কোনোওরুপ সৌন্দর্য বর্ধিত হবে না । আবার আনুরুপভাবে সবাই যদি শয়তান ও দাজ্জাল হয়ে যায় তাহলেও তাঁর রাজত্বের সৌন্দর্যের কোনোওরুপ ব্যাঘাত ঘটবে না । তিনি সর্বাবস্তায় সমস্ত বড়দের বড় এবং বাদশাহের বাদশাহ । তাঁর কেউ কোনওরুপ ক্ষতিও করতে পারবে না আবার কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না । কারণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগন ! তোমাদের মধ্যে যত মানুষ ও জ্বিন্ন জন্মগ্রহন করবে যদি সবাই তোমাদের মধ্যে

সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহ-ভীরুর ন্যায় ধার্মিক ও আল্লাহভীরু হয় তাহলে মনে রাখো যে আমার রাজত্বে কোনও রুপ শ্রীবৃদ্ধি ঘটল না, অনুরুপ ভাবে সবাই যদি সর্বাপেক্ষা খোদাদ্রোহী হয় তাহলেও আমার রাজত্বের কোনও ত্রুটি ঘটবে না ।” (সহীহ মুসলিম শরীফ)

ওহদাতুল ওজুদ এবং শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.)

ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা হলেন শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) । আর শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত সূফী “মসনবী শরীফ” এর রচয়িতা আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) এর সমসাময়িক। তিনি ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিন মারসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন । সেখান থেকে সেভাইলে যান সেখানেই তিনি বড় হয়ে উঠেন। অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার অ্যাভারোজরা ইবনে রুশদের সংঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয় কর্ডোভাতে । ইবনে রুশদ ইন্তেকাল করেন ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আল মারাসুসে । রুমির জন্মের বছর ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে আরাবী কায়রোর বিচারকদের হুমকিতে মক্কায় চলে যান । সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আনাতোলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন । সেখানে কোনিয়াতে তাঁর সাক্ষাত হল সফর উদ দীন কেনাবীর সাথে । যিনি ছিলেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত । তিনি ইন্তেকাল করেন দামাস্কাসে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে। রুমির বয়স তখন তেত্রিশ বছর । ইবনে আরাবী তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত সূফী হাল্লাজ, বায়াজীদ বোস্তামী, আল গাজ্জালীদের অনুসরন করেছিলেন ।

তাই তাঁরা সকলেই ওহদাতুল ওজুদ মানতেন । আর আল্লামা জালালুদ্দীন রুমি (রহ:) যে বিখ্যাত ফারসী কাব্যগ্রন্থ মসনবী শরীফ রচনা করেছিলেন তা ছিল ইবনে আরাবীর মতবাদের কাব্যরুপ । আল্লামা রুমি (রহ:) ইবনে আরাবীর মতবাদের কাব্যরুপ দিয়েছিলেন। আর ওহদাতুল ওজুদ যদি শিরকিয়া ধারণা হয় তাহলে আহলে হাদীসদের উচিৎ মাওলানা রুমি, ইবনে আরাবী, মনসুর হাল্লাজ, বায়াজীদ বোস্তামী, ইমাম গাজ্জালী প্রত্যেককেই কাফের ফতোয়া দেওয়া ।

শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) এর ব্যাপারে গায়ের মুকাল্লিদদের ধারণা

মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর ব্যাপারে দুই রকম ধারণা পোষনকারী রয়েছেন । একটি দল তাঁকে কফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি যিন্দিক হবার হুকুম লাগিয়েছেন অন্য দল তাঁকে শায়েখে আকবর, আওলিয়াদের মাথার মুকুট, আরিফে রাব্বানী এবং কুব্বারে আওলিয়াদের মধ্যে গননা করেন এবং তাঁকে “খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া” বলে স্মরণ এবং মাসআলা ওহদাতুল ওজুদ এবং ফিরআউনের ইমানের ব্যাপারে তাবীল পেশ করে থাকেন । এই দুটি দলের মধ্যে প্রথম থেকেই মতভেদ চলে আসছে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ:) সর্বপ্রথম শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর আকিদা এবং তাঁর ব্যাক্তিত্বের উপর

কঠিন হামলা করেন । বর্তমান যুগের গায়ের মুকাল্লিদ আলেমরা শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে সেই ধারণা রাখেন যা ইবনে তাইমিয়া (রহ:) এর ছিল । গায়ের মুকাল্লিদরা শায়খ ইবনে আরাবীর ওহদাতুল ওজুদের কঠিন বিরোধী ।

এখানে আমাদের এই দুটি দলের মধ্যে কারা সঠিক এবং কারা ভূল তা বিচার করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে গায়ের মুকাল্লিদ আকাবির আলেম উলামাদের ধারণা পরিস্ফুট করা যে তাঁরা শায়েখের ব্যাপারে কি মতামত ব্যাপ্ত করেছেন । শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে গায়ের মুকাল্লিদদের ধারণা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ:) এর ধারণা বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী । গায়ের মুকাল্লিদদের আকাবির আলেমরা শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে ভাল মতামত প্রকাশ করেছেন । তাঁকে কুব্বরে আওলিয়া, আরেফীনদের মধ্যে গন্য করেছেন । তাঁরা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে “খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া”, “আল বাহরুযযখীর ফিল আরিফীল লাহিয়া ”, “হুজ্জাতুল্লাহিল জাহিরা আয়াতিহিল বাহরা” প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছেন ।

শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) এর ব্যাপারে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবীর আকিদা

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব গায়ের মুকাল্লিদদের আকাবির আলেম ছিলেন এবং তাঁকে শায়খুল কুল ফিল কুল উপাধীতে স্মরণ করেন । এই মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে ভালো আকিদা রাখতেন এবং তাঁকে “খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া”, উপাধীতে স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রসংশা করতেন । মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবীর জীবনী মাওলানা ফজলে হাসান বিহারী সাহেব “আল হায়াত বা’দাল মা’মাত” নামে[19] লিখেছেন । সেখানে লেখা আছে,

صحیح بخاری وغیرہ کتب صحاح میں آپ جس وقت کتاب الرقاق پڑھاتے
ور نکات تصوف کو بیان فرماتے تو خود کہتے صاحبو ہم تو احیاء العلوم کو یہاں دیکھتے
یں اسی لئے طبقہ علماے کرام میں شیخ اکبر محی الدین بن عربی کی بڑی تعظیم کرتے
ور خاتم الولایۃ المحمدیہ فرماتے

“(মাওলানা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব) যখন কিতাবুর রাকায়েক এর শিক্ষা দিতেন এবং তাসাউফের সত্যতা বর্ননা করতেন তখন বলতেন, সাথীগন ! এখানে জ্ঞানের সমুদ্র দেখা যাচ্ছে । এই কারণেই তিনি উলামাদের তাবকাতের মধ্যে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীকে বড়ই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং বলতেন শায়খ ইবনে আরাবী খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া ছিলেন ।” (আল হায়াত বা’দাল মা’মাত)

এখানে উস্তাদ এবং ছাত্র এব্যপারে একমত যে শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া ছিলেন । এবং ছাত্র একথা বড়িয়ে বললেন, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় জ্ঞান জমাকারী, একাকী শ্রেষ্টত্যের অধিকারী ছিলেন । "আল হায়াত বা'দাল মা'মাত" এর মধ্যে আরও লেখা আছে,

مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی علیہ الرحمت
شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے ایک مرتبہ دہلی اسی غرض سے تشریف لائے کہ
ن کے بارہ میں میاں صاحب سے مناظرہ کریں۔ اور دو مہینے دہلی میں
ہے اور روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ
ے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے آخر مولانا مرحوم
ن کو خود میاں صاحب سے کمال عقیدت تھی دو مہینے کے بعد واپس
شریف لے گئے۔ مولانا مغفور اکثر طلبہ کو کتب درسیہ پڑھا کر حدیث پڑھنے کے لئے

"মাওলানা কাজী বশীরুদ্দীন কনৌজী শায়খ ইবনে আরাবীর বিরোধী ছিলেন । একবার মিয়াঁ নাযীর হুসাইনের সঙ্গে শায়েখে আকবর (ইবনে আরাবী) এর ব্যাপারে তাঁর আকিদা নিয়ে দিল্লীতে মুনাযারা করতে এলেন এবং দুই মাস পর্যন্ত দিল্লীতে ছিলেন । প্রত্যেক দিন মুনাযারার মজলিস লাগত কিন্তু মিয়াঁ সাহেব নিজের আগের ধ্যান ধারণা থেকে পিছু হাটলেন না । শেষ পর্যন্ত কাজী সাহেব দুই মাস পর ব্যার্থ হয়ে ফিরে গেলেন ।" (আল হায়াত বা'দাল মা'মাত , পৃষ্ঠা-১২৩)

সুতরাং গায়ের মুকাল্লিদ মাওলানা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে সম্মান করতেন এবং তিনি

ওহদাতুল ওজুদের বিরোধী ছিলেন না । এমনকি তিনি মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের স্বপক্ষে মুনাযারাও করেছেন । কিন্তু বর্তমান যুগের গায়ের মুকাল্লিদদেরকে বোঝাবে কে ?

শায়খ ইবনে আরাবীর বানী থেকে গায়ের মুকাল্লিদদের দলীল গ্রহন

শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) গায়ের মুকাল্লিদের নিকট ইলম এবং মারেফাতের উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেজন্য গায়ের মুকাল্লিদরা তাঁর বনী থেকে নির্দিধায় দলীল গ্রহন করেছেন এবং বড়ই প্রচুর্যতার সঙ্গে তাঁর বনী থেকে দলীল গ্রহন করেছেন । এবং "আল হায়াত বা'দাল মা'মাত" গ্রন্থে সেই দলীল গ্রহন করার উদাহারন মওজুদ রয়েছে । উক্ত গ্রন্থের লেখক লিখেছেন,

خاتم الولایہ المحمدیہ، شیخ اکبر "فتوحات مکیہ" میں فرماتے ہیں۔" (۱۲۴)

"খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া (শায়খ ইবনে আরাবী) ফুতুহাতে মক্কা এর মধ্যে বলেছেন ।" (আল হায়াত বা'দাল মা'মাত, পৃষ্ঠা- ১২৪)

এর পর লেখক ফুতুহাত থেকে একটি ইবারত নকল করেছেন সেখান থেকে তকলিদের ব্যাপারে নিজেদের মাযহাবে দলীল কায়েম করেছেন । লেখক আরও লিখেছেন,

احقر مترجم اس مناسبت سے یہاں اپنی جانب سے شیخ ابن عربی
رضی اللہ عنہ" کی فتوحات مکیہ کی بعض عبارتوں کا اضافہ کرتا ہے
ن کے بارے میں بحرالعلوم (میاں نذیر حسین) نے فرمایا کہ وہ
خاتم الولایہ المحمدیہ" ہیں"۔

"আহকার অনুবাদকারী এই উদ্দেশ্যে এখানে নিজের তরফ থেকে শায়খ ইবনে আরাবী রাজিআল্লাহু আনহু আর ফুতুহাতে মক্কার অনেক ইবারত বৃদ্ধি করেছেন যাঁর ব্যাপারে বাহারুল উলুম (মাওলানা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী) বলেছেন যে তিনি খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া ছিলেন ।" (আল হায়াত বা'দাল মা'মাত, পৃষ্ঠা - ৩০২)

এখানে আহলে হাদীসরা মাসআলা ওহদাতুল ওজুদ এর প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে "রাজিআল্লাহু আনহু" বলে সম্মান জানিয়েছেন এবং তাঁর থেকে দলীল গ্রহন করেছেন ।

শায়খ ইবনে আরাবীর সঙ্গে হাশরের ময়দানে উঠার আকাঙ্খা

একথা সকলেই জানেন যে নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী গায়ের মুকাল্লিদদের আকাবির এবং তাঁদের জামাআতের বুনিয়াদী আলেমদের মধ্যে ছিলেন । মযহাব এবং দ্বীনের ব্যাপারে গায়ের

মুকাল্লিদগন তাঁর উপর ভরষা করেন । "আর রাহীকুল মাখতুম" এর লেখক সফিউর রহমান মুবারকপুরী তাঁর প্রসংশায় লিখেছেন যে তিনি (নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী) ধরণীকে জ্ঞান এবং মারেফতে পূর্ণ করে দিয়েছেন । এই নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে দূয়া করতেন যে তাঁর হাশর যেন শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এবং তাঁর দলবলের সঙ্গে হয় । এই মহান উদ্দেশ্যের জন্য তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহাত্মের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দূয়া করতেন । তিনি তাঁর কিতাব আত্তাজুল মুকাল্লাল এর মধ্যে শায়খ ইবনে আরাবীর বর্ণনা প্রায় ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত ভাবে করেছেন এবং শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাক্তিত্ব্যের উপর যেসব অভিযোগ করা হয় তিনি তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সত্যই তিনি খুব সুন্দর জবাব দিয়েছেন কেননা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) তাঁর নিকট অনেক উঁচু পর্যায়ের এবং মহান ব্যাক্তিত্ব্যের অধিকারী ছিলেন । নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

"ترک تقلید اور عمل بالدلیل کے سلسلہ میں شیخ ابن عربی کا کلام
دوسرے لوگوں کے کلام سے فائق ہے اور اس بارے میں ان کا
شغف اور ان کی دلچسپی احاطہ بیان سے بلند ہے، پس اللہ تعالیٰ
انہیں ہماری طرف سے اور سب مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر
عطاء فرمائے، ان کے انوارات سے ہمیں مستفیض فرمائے، ان کے

اسرار و باطن کا لباس ہمیں پہنائے، ان کی شراب علم کی حرارت
سے ہمیں سیراب فرمائیں اور ان کے احباب کے زمرے میں ہمارا
حشر فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے صدقہ
میں ہماری یہ دعا قبول فرمائیں۔

"তকলীদ তরক করার ব্যাপারে এবং দলীল মোতাবিক আমল করার ব্যাপারে শায়খ ইবনে আরাবীর বানী অন্য ব্যাক্তির বানীর থেকে উত্তম এবং তাঁর ব্যাপারে খোদাপ্রেমে আত্মহারা এবং আকর্ষনে ঘেরা বর্ণনায় পরিপূর্ণ । যাক আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আমাদের সমগ্র মুসলমানদের তরফ থেকে জাযায়ে খাইর দান করুন । তাঁর আলোকে যেন আমাদেরকে ফয়েজ দান করুন । তাঁর গোপন এবং বাতিনী পোষাক যেন আমাদেরকে পরান । তাঁর জ্ঞানের মদিরার উত্তাপে যেন আমাদেরকে পূর্ণ করে দেন এবং তাঁর সথীদের দলে আমাদের যেন হাশর দান করেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহাত্মের সদকায় আমাদের এই দূয়া কবুল করুন ।" (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা- ১৮০)

এখানে গায়ের মুকাল্লিদদের নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং তাঁর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহাত্মের ওসীলা দিয়ে দূয়া করেছেন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে হাশরের ময়দানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ।

এবার বর্তমান যুগের গায়ের মুকাল্লিদরা বলুন আপনারা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর উপর কি ফতোয়া জারী করবেন ?

ফিরআউনের ইমানের ব্যাপারে ইবনে আরাবীর কথার ব্যাখ্যা

নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর ফিরআউনের ইমানের ব্যাপারে লিখেছেন,

"فرعون کے ایمان کے متعلق شیخ ابن عربی کے قول کی بعض علماء
نے تاویلات کی ہیں کہ فرعون سے آپ کی مراد نفس ہے۔"

"ফিরআউনের ইমানের ব্যাপারে শায়খ ইবনে আরাবীর কথার কিছু উলামা তাবিল করেছেন যে ফিরআউনের অর্থ হল নফস (প্রবৃত্তি)"

তিনি আরও লিখেছেন,

"اس سلسلہ میں راجح مذہب جسکو علم و عمل اور شریعت و طریقت
کے جامع محقق علماء نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ شیخ کے بارے میں
سکوت اختیار کیا جائے، ظاہر شرع کی وجہ سے ان کے کلام کو اچھے
معنی پر محمول کیا جائے، ان کی تکفیر سے زبان کو روکا جائے، آپ
کے علاوہ دوسرے مشائخ کی تکفیر سے بھی زبان روک لینی چاہیے
جن کا دین کے سلسلہ میں تقوی مسلم اور جن کا علم دنیا میں
مسلمانوں کے درمیان ظاہر و باہر ہو اور جو عمل صالح کی بلندی پر
ہوں" (التاج صفحہ ۱۷۹)

"এই ব্যাপারে সঠিক মাযহাব হল যার ইলম ও আমল এবং শরীয়াত ও তরিকাতের জামে মুহাক্কিক উলামারা গ্রহন করেছেন যে শয়েখের (ইবনে আরাবী) ব্যাপারে নিরবতা পালন করা উচিৎ । বহ্যিক ব্যাখ্যার জন্য তাঁর কথার ভাল অর্থ গ্রহন করা উচিৎ, তাঁকে কাফের বলা থেকে মুখকে আটকানো উচিৎ । তিনি ছাড়া অন্যান্য মাশায়েখদেরকেও কাফের বলা থেকে বিরত থাকতে হবে যাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে তাকওয়া সর্বজন বিদিত এবং যাঁদের ইলম দুনিয়াতে মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ পেয়াছে এবং যাঁরা সম্মানের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।" (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা-১৭৯)

তিনি আরও লিখেছেন, "সত্য কথা হল, যাকে মুজাদ্দীদে আলফে সানী শায়েখ সিরহিন্দী, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং আল্লামা শাওকানী গ্রহন করেছেন যে শায়খ ইবনে আরাবীর সেই সব কথা গ্রহন করা যাবে যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুকুল এবং সেই সব কথার তাবিল করা হবে যা কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত, তাঁর এই ধরণের কথার ভালো অর্থে এনে তাবিল করতে হবে । আর এমন কোনো কথা বলা উচিৎ নয় যা বিদগ্ধ জ্ঞানীদের এবং হেদোয়াত প্রাপ্তিদের মর্যাদার বিপরীত হয় ।" (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা-১৭৯)

এখানে আহলে হাদীসদের মহামন্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে কাফের বলতে নিষেধ করেছেন । অথচ বর্তমান যুগের দালাল গায়ের মুকাল্লিদ তাওসীফুর রহমান, মিরাজ রাব্বানী, তালিবুর রহমান প্রভৃতিরা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে কাফের

ফতোয়া দিয়ে নিজেদের মুসলমান সমাজে কলঙ্কিত করেছে । অথচ তাঁদের আকাবির আলেম উলামারাও মাসআলা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদে বিশ্বাসী ছিলেন । এবং মাসআলা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের প্রবক্তা হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ:) কে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন তাঁর সঙ্গে হাশরের ময়দানে একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা পোষন করতেন । এর পরেও গায়ের মুকাল্লিদদের মাসআলা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের বিপক্ষে মুখ খোলার কোনো উপায় থাকে না । কিন্তু আধুনিক যুগের মডার্ন গায়ের মুকাল্লিদদেরকে তা বোঝাবেকে ?

শায়খ ইবনে আরাবী আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন

নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী তাঁর কিতাবে লিখেছেন,

خلاصۂ کلام یہ کہ شیخ ابن عربی کے خوابوں اور کرامات کا احاطہ کئی
لدوں میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ایک ظاہری حجت و دلیل
ر واضح نشانیوں میں سے ہیں۔

“সার কথা হল, শায়খ ইবনে আরাবীর স্বপ্ন এবং কারামতের পরিসীমা কয়েক খন্ডেও সমাপ্ত হবে না । তিনি আল্লাহর প্রকাশ্য হুজ্জত ও দলীল এবং প্রকাশ্য নিদর্শন ছিলেন ।” (আত্তাজুল মুকাল্লাল)

মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) ইসলামের কত বড় বুযর্গ ছিলেন তা প্রমান করার জন্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব মুজাদ্দীদিন ফিরোজাবাদীর কথা নকল করে লিখেছেন, "শায়খ ইবনে আরাবী সম্মান এবং জ্ঞানের দিক থেকে তরিকাতের শায়খ (বুযর্গ) ছিলেন এবং তাসাউফ ও হাকীকাতের দিক থেকে তরিকাতের ইমাম ছিলেন । কর্ম এবং নামের দিক থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নিদর্শনকে জীবিতকারী ছিলেন । তিনি এমন ঝর্ণা ছিলেন যাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার আদর্শ তাঁকে খারাপ করতে পারেনি ।.............তাঁর দূয়া সপ্তম আকাশের পর্দাকেও ভেদ করে দিত । তাঁর বরকত প্রসারিত হয়ে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।" (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা- ১৭৬- ১৭৭)

এখানে নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর ভূয়সী করেছেন এবং তরিকাতের শায়খ, তাসাউফ ও হাকীকাতের দিক থেকে তরিকাতের ইমাম জ্ঞান বিজ্ঞানের নিদর্শনকে জীবিতকারী প্রভৃতি বলেছেন । আশ্চর্যের বিষয় হল যে গায়ের মুকাল্লিদরা নিজেরা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে কাফের জিন্দিক বলে এবং তারাই শায়খ ইবনে আরাবীর প্রসংশায় পঞ্চমুখ । এমনকি তাঁরা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল এবং "খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া" বলেও স্মরণ করেছেন ।

শায়খ ইবনে আরাবীর মাজার থেকে বরকত হাসিল

গায়ের মুকাল্লিদদের ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য এই কথাও লিখেছেন যে লোকেরা শায়খ ইবনে আরাবীর কবর তাবাররুক অর্জন করতো । এই ব্যাপারে ইমাম মিকরীর কথা নকল করে লিখেছেন,

میں نے شیخ ابن عربی کی قبر کی زیارت کی ہے اور کئی بار اس سے
برک حاصل کیا ہے، آپ کی قبر پر انوار و برکات کے آثار نمایاں
ظر آئے اور وہاں مشاہدہ کیے جانے والے عظیم احوال سے کوئی
ضعف مزاج آدمی انکار نہیں کر سکتا۔" (التاج المکلل: ۱۷۸)

"আমি শায়খ ইবনে আরাবীর কবর জিয়ারত করেছি এবং বেশ কয়েকবার সেখান থেকে তাবাররুক অর্জন করেছি । তাঁর কবরে নুর ও বরকাত স্পষ্টভাবে যায় । সেখানে মুশাহাদাকারীর অবস্থাকে কোনো চিন্তাশীল ব্যাক্তি অস্বীকার করতে পারবে না ।" (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা- ১৭৮)

এখানে গায়ের মুকাল্লিদদের ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) এর মাজার থেকে ফয়েজ হাসিল করার কথা নকল করেছেন । সুতরাং গায়ের মুকাল্লিদদের নিকট কবর থেকে ফয়েজ

হাসিল করা জায়েয । আর এখান থেকে বোঝা যায় গায়ের মুকাল্লিদদের নিকট শায়খ ইবনে আরাবীর মাকাম ও মর্তবা কত বেশী ।

মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার ভূল ধারণা

আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী তাঁর বিখ্যাত কিতাব “হাদিয়াতুল মাহদী” এর মধ্যে লিখেছেন,

"فرقہ صوفیہ وجودیہ جس میں شیخ ابن عربی ہیں یہ لوگ حلول اور
خالص اتحاد کے قائل نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر
تمام مخلوق سے الگ ثابت کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حق
تعالیٰ من وجہ عین مخلوق ہیں یعنی وجود کی جہت سے، اس لئے کہ
وجود صرف ایک ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ باقی تمام اشیاء
اس ایک وجود کی وجہ سے موجود ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں
ہے، جیسا کہ متکلمین کہتے ہیں کہ یہاں دو وجود ہیں ایک وجود

اجب اور دوسرا وجود ممکن...... اور حق تعالیٰ غیر مخلوق ہے من
جہ یعنی ماہیت اور ذات کی جہت سے، اس لئے کہ ممکن کی ذات
ور اس کی ماہیت واجب کی ذات اور اس کی ماہیت سے متغایر ہے
ور اس قول کے ذریعہ سے عام لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے کہ
الق اور مخلوق کے درمیان معمار اور عمارت کی نسبت ہے اس
فہوم سے وہ فرار اختیا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بدیہی البطلان
ہے کیونکہ حدوث عالم سے قبل حق تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی موجود
ہیں تھا، تو اب یہ اشیاء کہاں سے وجود میں آگئیں۔ حضور اکرم

لی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شئی
"اللہ تعالیٰ (کائنات کی خلقت سے قبل) تھا اور اس کے ساتھ کوئی
اور چیز نہ تھی"۔

"সূফীদের মধ্যে ওহদাতুল ওজুদের আকিদা পোষনকারী যাঁদের মধ্যে শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) তাঁরা হুলুল এবং আন্তরিক ইত্তেহাদের প্রবক্তা ছিলেন না । বরং আল্লাহ তাআলার সত্তাকে আরশের উপর সমস্ত মখলুকের থেকে আলাদা প্রমাণ করেছেন । তাঁরা বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা কোনো কারণ ব্যতিরেকেই মখলুখ । অর্থাৎ অস্তিত্বের কারণেই । সেজন্য অস্তিত্ব কেবল একটাই । আর সেটা আল্লাহ তাআলারই সেজন্য অস্তিত্ব । বাকি জিনিস এই একমাত্র অস্তিত্বের কারণেই মওজুদ আছে । এদের কোনো প্রকৃত অস্তিত্বই নেই । যেমন মুতাকাল্লিমিন বলেন, যে এখানে দুটি অস্তিত্ব রয়েছে । একটা অস্তিত্ব ওয়াজীব এবং দ্বিতীয় অস্তিত্ব সম্ভাব্য । আর আল্লাহ তাআলা মখলুখ নন । কারণ ব্যতিরেকেই সমস্ত কিছুর মূল এবং সেটা তাঁর অস্তিত্বের কারণেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব । সেজন্য সম্ভাব্যের অস্তিত্ব তার মূল অস্তিত্বের থেকে ক্ষীন এবং এই কথার জন্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে জবাব হল যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে মিস্ত্রি এবং গৃহের মতো সম্পর্ক । এই অর্থ থেকে পলায়ন করে ।"

علامہ ابن تیمیہ نے ابن عربی پر بڑا سخت رد کیا ہے، حافظ اور
تفتازانی نے ان کی اتباع کی ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے
کہ یہ حضرات شیخ ابن عربی کا مطلب نہیں سمجھ سکے، ان کی مراد
سمجھنے میں انہوں نے غور نہیں کیا، "فصوص" میں شیخ کے ظاہری
الفاظ انکو نامانوس لگے، اگر یہ حضرات "فتوحات" میں غور کرتے تو
جان لیتے کہ اصول اور فروع دونوں کے اعتبار سے شیخ اہلِ حدیث
میں اور ارباب تقلید پر بڑا سخت رد کرنے والوں میں سے ہیں"۔
(ہدایۃ المھدی: صفحہ ۵۰-۵۱)

“আল্লামা ইবনে তাইমিয়া শায়খ ইবনে আরাবীর মতবাদকে খণ্ডণ করেছেন । হাফিয এবং তাফতাযানী এর অনুসরণ করেছেন । আমার নিকট সত্য ব্যাপার হল তাঁরা শায়খ ইবনে আরাবীর কথার অর্থ বুঝতে পারেন নি । তাঁর কথার অর্থ বুঝার ব্যাপারে তাঁরা গভীর দৃষ্টিপাত করেন নি । সেজন্য শায়েখের বাহ্যিক শব্দ তাঁদেরকে অপরিচিত লেগেছে । যদি তাঁরা ফুতুহাত এর মধ্যে গভীর দৃষ্টিপাত করতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে ইবনে আরাবী নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আহলে হাদীস ছিলেন তাকলীদের কঠিন বিরোধীতা কারীর মধ্যে ছিলেন ।” (হাদিয়াতুল মাহদী, পৃষ্টা-৫০-৫১)

এখানে আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী সাহেব মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে আহলে হাদীস এবং তাকলীদ বিরোধী বলে গন্য করেছেন ।

অন্য এক জায়গায় আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

شیخ مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ میں شیخ ابن عربی کا مخالف اور اس
سئلہ میں انہیں خطاء اور غلطی پر سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود
ہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور جو شخص ان کی مذمت یا ان پر رد
رتا ہے وہ خطرے میں ہے۔"

“শায়খ মুজাদ্দীদে আলফে সানী (রহ:) বলেছেন যে আমি শায়খ ইবনে আরাবীর বিরোধী এবং এই মাসআলায় তাঁর ভূল হয়েছে বলে মনে করি । কিন্তু এ সত্যেও তিনি আল্লাহর আওলিয়াদের মধ্যে ছিলেন । এবং যে ব্যাক্তি তাঁর সমালোচনা করে অথবা তাঁর বিরোধীতা করে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আছে । আর আমাদের দলের মধ্যে নবাব সিদ্দিক হাসান খান বলেছেন যে শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী ও শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর ব্যাপারে আমাদের আকিদা হল তাঁরা দুজনেই আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বন্দাদের মধ্যে ছিলেন । আর যেসব অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে আমরা সেগুলোকে পরোয়া করিনা । আমাদের দলের মধ্যে আল্লামা শাওকানীও সেই বূযর্গদের মধ্যে একজন যিনি শেষ পর্যন্ত শায়খ ইবনে আরাবীর প্রতি যে ভূল ধারণা পোষন করেছিলেন তা থেকে রুজু করে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমি ফুতুহাত গভীরভাবে দেখে অনুধাবন করতে পেরেছি যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে শায়েখের (ইবনে আরাবীর) কালামকে (মাসআলা ওহদাতুল ওজুদ) সঠিক অর্থে রুপান্তরিত করা যেতে পারে ।” (হাদিয়াতুল মাহদী, পৃষ্ঠা-৫০)

শায়খ ইবনে আরাবী এবং মাসআলা ওহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে এই হল গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের আকিদা । ওহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে হাদিয়াতুল মাহদীর বিশেষ অধ্যায় থেকে নকল করা হল । যার দ্বারা ওহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের যে কি আকিদা তা পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে । খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া শায়খ ইবনে আরাবী মাসআলা

ওহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বুঝতে পারেননি এবং তার বিরোধীতা করে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে-ছন এবং গায়ের মুকাল্লিদদের উলামারা সেটাকে বুঝতে পেরে শায়খ ইবনে আরাবী (রহ:) কে "খাতেমুল বিলায়াতুল মুহাম্মাদীয়া" মনে করতে শুরু করে দেন ।

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক ! এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার প্রমানিত হয়ে গেল যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ কোনো শিরকিয়া ও কুফরী আকিদা নয় যার উপর ভিত্তি করে উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের ও মুশরিক বলা যেতে পারে । এটা গায়ের মুকাল্লিদদের ভ্রান্ত ধারণা যে ওয়াহদাতুল ওজুদ শিরকিয়া ও কুফরী আকিদা । তবে অবশ্য ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদা হল শিরকিয়া ও কুফরী আকিদা যে আকিদা কোনো মুসলমান পোষন করতে পারে না । কেননা ওয়াহদাতুল ওজুদের হুলুল আকিদাতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা হল এক ও অভিন্ন । এটা সম্পূর্ণ শিরকিয়া ও কুফরী আকিদা । এরকম আকিদা পোষনকারীরা মুশরিক ও কাফের । কিন্তু ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক আকিদা মান্যকারীরা মুশরিক ও কাফের নয় । কেননা এতে এই বিশ্ব ব্রম্ভাণ্ডে একমাত্র মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে একমাত্র পরিপূর্ণ অস্তিত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ মুকাবিলায় সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে হীন ও নগন্য বলে ঘোষনা করা হয়েছে ।

সুতরাং আহলে হাদীসরা যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরোধীতা করে এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে তারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের মুকাবিলায় সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে হীন ও নগন্য ভাবে না, বরং তারা সমগ্র সৃষ্টিজগতের মুকাবিলায় আল্লাহর অস্তিত্বকেই হীন ও

তুচ্ছ বলে মনে করে । কেননা বর্তমান যুগের গায়ের মুকাল্লিদদের কথা অনুযায়ী সেটায় প্রমাণিত হয় ।

আর বর্তমানে আহলে হাদীসরা যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ মান্য করার জন্য সারা পৃথিবীর সমস্ত হাক্কানী বুযর্গ উলামায়ে কেরাম ও উলামায়ে দেওবন্দকে মুশরিক ও কাফের বলে সেটা তাদের চরম ধৃষ্টতা । হাদীস শরীফে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যখন কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে কাফের বলে, তখন একজন ফেরেস্তা ঐ কুফরীর তকমাটা নিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হাজির হয় । যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সত্যিই কাফের হয় তাহলে এ তকমা তার মাথায় এঁটে দেওয়া হয়, আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের না হয়, তবে ঐ তকমা ঘুরে প্রথম ব্যক্তির মাথাতেই এঁটে দেওয়া হয় অর্থাৎ কাফের বলনেওয়ালা নিজেই কাফের হয়ে যায় ।”

আর আমি এই পুস্তকে প্রমাণ করেছি যে মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদ কোনো শিরকিয়া ও কুফরী আকিদা নয় তাই ওয়াহদাতুল ওজুদ মান্যকারী সমস্ত বুযর্গানে দ্বীনসহ উলামায়ে দেওবন্দ কাফের নন । সুতরাং যারা দেওবন্দী বুযর্গগণ ও ওয়াহদাতুল ওজুদ মান্যকারী কোন বুযর্গানে দ্বীনকে মুশরিক ও কাফের বলে গালিগালাজ করে তারা নিজেরাই কাফের । অনেকে হয়তো একথা বলতে

পারেন, যে আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী বা গায়ের মুকাল্লিদরা দেওবন্দী আলেমদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে তাহলে দেওবন্দী আলেমরা কেন আহলে হাদীস নামধারী গায়ের মুকাল্লিদদেরকে কাফের বলে না ? উত্তরে একথায় বলব,

কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাবলে কি কুকুরে কামড়ানো মানুষের শোভা পায় ।।

-সমাপ্ত-

একটি চ্যালেঞ্জ

যদি কোনো গায়ের মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী (বিদআতী) ফিরকার লোক বা আলেম আমার কাছে প্রমাণ করে দিতে পারে যে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ উলামায়ে দেওবন্দ মানতেন তা শিরক বা কুফরী তাহলে আমার তরফ থেকে তার জন্য নগদ ১ লক্ষ টাকা পুরষ্কার দানের ওয়াদা রইল ।

যদি আমি টাকা দিতে না পারি তাহলে উপরিউক্ত কথাগুলি আমার সামনে যিনি প্রমান করে দিতে পারবেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেব এবং সঙ্গে সঙ্গে আহলে হাদীস মাযহাব গ্রহণ করে নেব ।

যদি বাহাস-মুনাযারার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা একশোবার করার জন্য প্রস্তুত আছি । তবে আসামের মুনাযারায় আহলে হাদীসরা যেভাবে চুড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল তাতে আমাদের মনে হয় না যে তারা দ্বিতীয়বার আর মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত হবে ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গ্রাম:-শালজোড়, -পা:- লোকপুর

থানা:-খয়রাশোল, জেলা:-বীরভূম,

মোবাইল: +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব ।
২. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে ।
৩. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ?
৪. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ?
৫. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ ।
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ)
৬. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ)
৭. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের আপবাদ ও তার খণ্ডণ
৮. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় ।
৯. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান ।
১০. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ?
১১. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ।
১২. আমরা সবাই মৌলবাদী ।
১৩. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা ।
১৪. আমরা সবাই তালিবান ।
১৫. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ?
১৬. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী ।
১৭. মাসআলা আমীন বিল জেহের ।
১৮. সুন্নাত রসুলে আকরাম ও কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ)
১৯. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন ।
২০. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ।
২১. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক ।
২২. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:)

অনূদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য ।
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রা-শদীনদের স-ঙ্গ মতবিরোধ ।
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]